আওয়ামীপন্থি শিক্ষকদের দ্বন্দ্ব আবারও প্রকাশ্যে

চবি প্রতিনিধি ●

আইন অনুষদের নিয়োগ কেলেঙ্কারিকে কেন্দ্র করে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে (চবি) আওয়ামীপন্থি হলুদ দলের শিক্ষকদের দ্বন্দ্ব আবারও প্রকাশ্যে এসেছে। উপাচার্য শিরীণ আখতার ও উপ-উপাচার্য বেনু কুমার দের পদত্যাগের দাবিতে অনশনের হুমকি দিয়ে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছে শিক্ষক সমিতি। অবস্থান কর্মসূচির মধ্যেই পাল্টা বিবৃতি দিয়েছেন উপাচার্যপন্থি শিক্ষকরা; একই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় নিয়োগ ইস্যুতে নেতিবাচক সংবাদ প্রকাশ না করতে গণমাধ্যমকে অনুরোধ করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

চবিতে নিয়োগ কেলেঙ্কারি

গতকাল বুধবার সকালে চবির বঙ্গবন্ধু চত্বরে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন শিক্ষক সমিতির নেতা ও সদস্যরা। কর্মসূচি শেষে আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১১টা থেকে ২টা পর্যন্ত প্রতীকী গণঅনশনের ঘোষণা দেন শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মুস্তাফিজুর রহমান ছিদ্দিকী।

জানা গেছে, আইন ও বাংলা বিভাগে শিক্ষক নিয়োগ বোর্ড বাতিলের দাবিতে গত রবিবার উপাচার্যের কাছে যায় চবি শিক্ষক সমিতির নেতারা। তাদের অভিযোগ, শিক্ষক নিয়োগে বিভাগের পরিকল্পনা কমিটির সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হচ্ছে, যা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশের লঙ্ঘন। ওইদিন দাবি না মানায় উপাচার্য ও উপ-উপাচার্যের পদত্যাগ দাবিতে টানা আন্দোলনের ঘোষণা দেয় শিক্ষক সমিতি।

শিক্ষক সমিতির দাবি, তারা এখনো উপাচার্য ও উপ-উপাচার্যের পদত্যাগের দাবিতে অনড়। এ দাবি আদায়ে কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে। শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আবদুল হক আমাদের সময়কে বলেন, শিক্ষকের শিক্ষার যোগ্যতা অবশ্যই শিক্ষার্থীর চেয়ে বেশি হবে। সিজিপিএ ৩.৫০ থেকে কমিয়ে ৩.০০ করায় শুধু নিয়োগ বোর্ডকে প্রশ্নবিদ্ধ করেনি, একই সঙ্গে চবির শিক্ষার মানকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছে।

ভিসিপন্থি শিক্ষকরা বিবৃতিতে বলেন, অধ্যাদেশ মেনেই আইন বিভাগের নিয়োগ হয়েছে। শিক্ষক সমিতি নিজের কাজ ভুলে প্রশাসনের ভুল ধরতে ব্যস্ত। শিক্ষক সংকট থাকার পরও আইন বিভাগ কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। উপাচার্য নিজ ক্ষমতাবলে নিয়োগ দিতে পারেন। এখানে আইনের লঙ্ঘন হয়নি। কিন্তু কতিপয় শিক্ষক বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি করে বিশ্ববিদ্যালয়ে অরাজকতা চালাচ্ছে।

ভর্তি পরীক্ষায় কমেছে আবেদনের যোগ্যতা

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক শ্রেণিতে ভর্তি ■ এরপর পৃষ্ঠা ৯, কলাম ৪

আওয়ামীপন্থি

(তৃতীয় পৃষ্ঠার পর) পরীক্ষায় এ ও বি ইউনিটে আবেদনের যোগ্যতা গতবারের তুলনায় কমছে। একই সঙ্গে পরিবর্তন হয়েছে ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদভুক্ত সি-ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নের সিলেবাস। গত বছরের ন্যায় ২০২২ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পাস করা শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণের সুযোগ পাচ্ছেন। গতকাল বিকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন'স কমিটির এক সভায় এসব সিদ্ধান্ত হয়। উপাচার্যের সম্মেলনকক্ষে অনুষ্ঠিত এ সভায় সভাপতিত্ব করেন উপাচার্য শিরীণ আখতার। বেলা ৩টা থেকে শুরু হয়ে এ সভা চলে সাড়ে ৫টা পর্যন্ত। সভা শেষে সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক সিরাজ উদ-দৌল্লাহ ও জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন মো. তৌহিদ হোসেন সিদ্ধান্তের বিষয়ে নিশ্চিত করেছেন। ভর্তি পরীক্ষা শুরু হবে ২ মার্চ।